কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার বিষয়ে স্বাস্থ্য বিধি সংক্রান্ত সুপারিশসমূহ

স্কুল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ কখন এবং কিভাবে পুনরায় চালু করা হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো: সকল শিক্ষার্থীর শিক্ষা, এবং শিক্ষক, কর্মচারী এবং সমাজের মঙ্গল এবং স্বাস্থ্য নিশ্চিত করে তাদের সকল প্রকারের ঝুঁকি কমানোর যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা; স্কুল বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থীরা যে সকল ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং তাদের যে মানসিক চাপ সৃষ্টি হয়েছে,তা কমানোর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং এলাকায় কোভিড-১৯ রোগের পরবর্তী সংক্রমণ রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

সরকার যদি স্কুল এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনরায় খুলে দেওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা আবশ্যক :

ক. নিম্নোক্ত বিষয়গুলো মেনে চলে, প্রি-স্কুল ব্যতীত সকল স্কুল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ পুনরায় খুলে দেওয়া যেতে পারে।

খ. সকল স্কুল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে সকলের মাস্ক পরা নিশ্চিত করা এবং ব্যাতয় হলে সে ব্যাপার আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা (৫ বছরের কমবয়সী শিশু ব্যতীত, এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী)। কেন্দ্রীয়ভাবে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত মানসম্পন্ন এবং সঠিক মাপের মাস্কের ব্যবস্থা ও বিতরণ করা। একইসাথে অন্যান্য জনস্বাস্থ্য পদক্ষেপসমূহ, যেমন হাত পরিষ্কার রাখা (হাত ধোয়া/ হাত জীবাণুমুক্তকরণ স্টেশন স্থাপন করা) এবং সাধারণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) প্রস্তুত করা দরকার।

গ. স্কুল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে কমপক্ষে ৮০ শতাংশ শিক্ষক এবং কর্মচারীবৃন্দকে কোভিড-১৯ এর টিকা নেওয়া থাকতে হবে, এবং তারা দ্বিতীয় ডোজের ১৪ দিন পার হবার পর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে ১ম ডোজের ১৪ দিন পরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যোগদানের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

ঘ. উচ্চতর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ১৮ বছরের অধিক বয়সী শিক্ষার্থীদের দ্রুত টিকা নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. শ্রেণীকক্ষে এবং শিক্ষাপ্রিতিষ্ঠানসমূহে সমাগম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য নির্দিষ্ট ক্লাস কোনটি সপ্তাহের কোনদিন হবে তা বিভক্ত করে দেওয়া যেতে পারে। যেমন, প্রথমদিকে আমরা পরীক্ষার্থীদের ক্লাস প্রতিদিন খোলা রাখা ছাড়া, বাকি সকল ক্লাস সপ্তাহের এক/দুই দিন খোলা রাখতে পারি। এতে করে একটি নির্দিষ্ট দিনে যেই ক্লাসটি খোলা থাকবে তার শিক্ষার্থীরা অন্যান্য খালি শ্রেণীকক্ষগুলো ব্যবহার করে তাতে নির্দিষ্ট দূরত্ব মেনে বসতে পারবে। প্রাতঃ সমাবেশ (assembly) বন্ধ রাখতে হবে। এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) প্রস্তুত করা দরকার।

এ ছাড়া প্রথমদিকে স্বল্প সময়ের জন্য শিক্ষাপ্রিতিষ্ঠানসমূহ খোলা রাখা যাতে করে খাবার গ্রহণের জন্য মাস্ক খোলার প্রয়োজন না হয়।

চ. আবাসিক সুবিধা সম্বলিত স্কুল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নিম্নোক্ত পরামর্শসমূহ প্রযোজ্য (মাদ্রাসা সহ):

১. সকল সমাবেশ স্থানসমূহ (ক্যাফেটেরিয়া, ডাইনিং, টিভি/স্পোর্টস রুম, ইত্যাদি) বন্ধ রাখা- রান্নাঘর থেকে রুম সমূহে সরাসরি খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা থাকা।

২. একাধিক শিক্ষার্থী একই বিছানা ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে

৩. মাদ্রাসায় একসাথে নামাজ, সমাবেশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নির্দেশনা মেনে চলা।

এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) প্রস্তুত করা দরকার।

ছ. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পুনরায় খুলে দেয়ার পূর্বে "করনীয়" এবং "বর্জনীয়" কাজ সম্পর্কে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিবাবক সহ প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দকে একটি অরিয়েন্টেশনের মাধ্যমে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে। এই ওরিয়েন্টেশন সীমিত উপস্থিতি ও নির্দিষ্ট দুরত্ব মেনে স্বশরীরে আয়োজন করা যেতে পারে তবে প্রয়োজনে অনলাইন সেশন অনুষ্ঠিত হতে পারে। এ সংক্রান্ত তথ্য সম্বলিত লিফলেট তৈরি এবং বিতরণ করা এবং "করনীয়" এবং "বর্জনীয়" বিষয়গুলো মিডিয়া এবং স্থানীয় ক্যাবল- লাইনেব মাধ্যমে প্রচার করা যেতে পারে। যে সকল শিক্ষার্থীদের কোভিড-১৯ এর লক্ষণ থাকবে তাদের বাড়ীতে কোয়ারেন্টিন/ আইসোলেশন এবং কোয়ারেন্টিন/ আইসোলেশন থাকাকালীন তাদের শুশ্রুষার জন্য নির্দেশনা এই ওরিয়েন্টেশনে থাকতে হবে। যে সকল শিক্ষার্থীদের রোগের লক্ষণ পাওয়া যাবে অথবা তাদের পরিবারের কারও এরকম লক্ষণ থাকবে অথবা কোভিড-১৯ রোগ পাওয়া যাবে তাদেরকে অনুপস্থিত গন্য না করে ১৪ দিন বাড়িতে থাকার অনুমতি দিতে হবে।

এই ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরামর্শ অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) ও প্রচারণাপত্র প্রস্তুত করা দরকার।

জ. স্কুল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে সংক্রমণ পর্যবেক্ষণ এবং দৈনিক রিপোর্ট করতে হবে।

নির্বাচিত কিছু স্কুল এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দের নমুনা পরীক্ষা এবং সার্ভেইলেন্সের প্রোটোকল তৈরি এবং বাস্তবায়ন করতে হবে। যে সকল জেলায় (RT-PCR) ল্যাব আছে সে সকল জেলার স্কুল এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই সার্ভিল্যান্সের জন্য নির্বাচন করা যেতে পারে।

যে সকল জেলায় সংক্রমণের হার বেশী [সনাক্তের হার ≥২০% বা কেসের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা (আগের সপ্তাহের তুলনায় চলতি সপ্তাহে ৩০% বেশি সংখ্যক কেস)], সেই জেলাগুলোতে আরও নিবিড় সার্ভেইলেন্স থাকা উচিত।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরামর্শ অনুযায়ী নির্দেশনা অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষের দ্বারা পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) তৈরি করতে হবে।

ঝ. সকল বিধি নিষেধ সুষ্ঠু পালন নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে মনিটরিং টিম গঠন করে দৈনিক মনিটরিং করতে হবে।

অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদুল্লা
সভাপতি
কোভিড-১৯ সংক্রান্ত জাতীয় কারিগরি পরামর্শক কমিটি